তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক
আমাদের সময়

প্রধানমন্ত্রীর চিঠি এখন খুদে শিক্ষার্থী শীর্ষেন্দুর হাতে

মুজাহিদ প্রিন্স, পটুয়াখালী ● প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খুদে শিক্ষার্থী চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাসের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে গতকাল সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি হস্তান্তর করা হয়েছে। পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে এ চিঠি হস্তান্তর করেন। সকাল থেকে এ নিয়ে উৎসবমুখর ছিল শীর্ষেন্দুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। শীর্ষেন্দু বিশ্বাসের একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পায়রা নদীতে সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে দুপুর ১২টায় চিঠি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া চিঠি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের পর সহপাঠীদের সঙ্গে ওই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস ● প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রীর চিঠি এখন খুদে শিক্ষার্থী

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) রহমান খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক একেএম শামীমুল হক সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক খান মোশররফ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আলমগীর, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট সুলতান আহমেদ মৃধা, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তারিকুজ্জামান মনি, মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খান মো. আবু বক্কর সিদ্দিকসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

চিঠি প্রাপ্তির পর সাংবাদিকদের শীর্ষেন্দু বিশ্বাস জানায়, সে আজ দারুণ খুশি। আজকের এই অনুষ্ঠানে তার সহপাঠীরা ছাড়াও তার সাংস্কৃতিক সংগঠন সুন্দরম এবং পটুয়া খেলাঘর আসরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। তারা সবাই এখানে এসেছে। সে আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রী এত দ্রুত চিঠির উত্তর দেবেন তা সে ভাবতেই পারেনি।

শীর্ষেন্দু বিশ্বাসের মা শীলা রানী সম্রাতম জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার ছয়আনী গ্রামে। চাকরির সুবাদে তারা পটুয়াখালী থাকেন। সংক্ষিপ্ত পথে বাড়ি যেতে হলে পটুয়াখালী-মির্জাগঞ্জ সড়কে খরস্রোতা পায়রা নদীটি পাড়ি দিতে হয় তাদের। পায়রাকুঞ্জ ফেরিঘাটে একটি ফেরি থাকলেও তা নিয়মিত চলাচল করে না। যাত্রীদের পারাপারের অবলম্বন ছোট-ছোট ট্রলার ও নৌকা। গত আগস্টে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভয়াল এ নদীতে তুফানে পড়তে হয় তাদের। তখন শীর্ষেন্দু ট্রলারে খুব ভয় পায়। তিনি আরও জানান, হঠাৎ করে গত ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখে শীর্ষেন্দু। এটা আমাদের পরিবারের কারও জানা ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে গত ৮ সেপ্টেম্বর ওই চিঠির জবাব আসে। ২০ সেপ্টেম্বর চিঠিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে পৌঁছে। চিঠির জবাবে প্রধানমন্ত্রী শীর্ষেন্দুর এ উদ্বেগের প্রশংসা করে নদীটির ওপর সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন। তার ছেলের চিঠির জবাব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে শতকোটি সালাম জানান তিনি।

পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, ছাত্রদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে ও শীর্ষেন্দুর হাতে প্রধানমন্ত্রীর চিঠিটি তুলে দিতে বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে সংবর্ধনা সভার। অন্য শিক্ষার্থীরা যাতে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, সে কারণেই আনুষ্ঠানিকতা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। শিশু শীর্ষেন্দুর এ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে একটি বিরল দৃষ্টান্ত করেছেন বলে জানান মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খান মো. আবু বক্কর সিদ্দিক। প্রধানমন্ত্রী দ্রুত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করবেন এমনটাই আশা করেন তিনি।

জেলা পরিষদ প্রশাসক খান মোশররফ হোসেন জানান, এর আগে দক্ষিণাঞ্চলের যতগুলো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন হয়েছে। পটুয়াখালী মেডিকাল কলেজ, লেবুখালী সেতু, পায়রা সমুদ্রবন্দরসহ এ অঞ্চলের উন্নয়ন শেখ হাসিনার অবদান। পায়রা নদীতে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত সেতু নির্মাণ করবেন এ প্রত্যাশা জানান তিনি। জেলা প্রশাসক একেএম শামীমুল হক সিদ্দিকী জানান, প্রধানমন্ত্রীর চিঠির জবাবের মাধ্যমে বোঝা যায় দেশের প্রতিটি নাগরিক তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি একজন শিশুও তার কাছে সমান গুরুত্ব বহন করে। নির্দেশনা পেলে অতি দ্রুততার সঙ্গে সব কাজ করা হবে বলেও জানান তিনি।